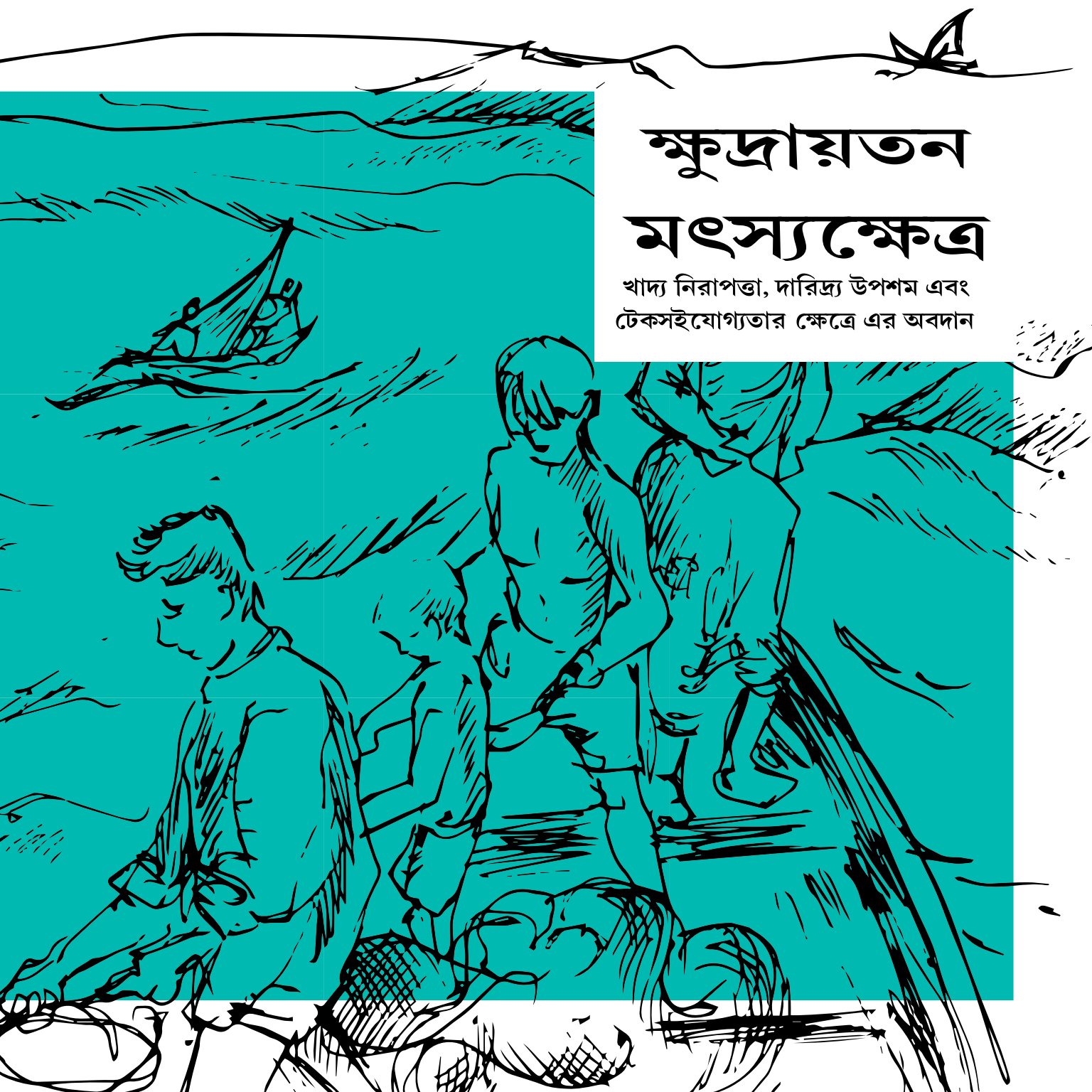

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র

খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য উপশম এবং টেকসইযোগ্যতার ক্ষেত্রে এর অবদান

ক্ষুদ্রায়তন ধীবর এবং মৎস্যজীবী কারা ?

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র বর্তমানে সারা পৃথিবীর মাছ-ধরা, মাছের প্রক্রিয়াকরণ, মাছ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ধীবর ও মৎস্যজীবীদের শতকরা ৯০ জনকে নিযুক্ত করে। এঁদের মধ্যে অর্ধেক হলেন নারী। বিশ্বের মোট মাছ-সংগ্রহের অর্ধেক আসে এই ক্ষুদ্রায়তন মৎসক্ষেত্র থেকে। যদি সরাসরি মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনের নিরিখে দেখা হয়, তা হলে এই উপক্ষেত্রটির সরবরাহ দাঁড়াবে মোট মাছ-সংগ্রহের দুই-তৃতীয়াংশ। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সংগ্রহ এবং তার সঙ্গে যুক্ত কার্যাবলি প্রায়শই সমুদ্র উপকূল, হ্রদ বা নদীর তীরবর্তী সম্প্রদায়সমূহের স্থানীয় অর্থনীতির সপক্ষে জোরালোভাবে কাজ করে এবং মাছ-ধরার আগে ও পরে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে কাজ ও আয় সৃষ্টি করে। বহু ক্ষেত্রে মৎস্যকেন্দ্রিক কার্যকলাপ আংশিক সময়ের বা মরশুমি হতে পারে, যা বহু সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত খাদ্য ও আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে।

যদিও মাছ-ধরাটা সাধারণভবে পুরুষদের কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়, এই কাজে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা সামনে আসে না। উত্তর-ধারায় "গৌণ কার্যকলাপ"-এ যেমন বেচা-কেনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজার-কেন্দ্রিক কার্যকলাপে, যাকে "মাছ-ধরার পরবর্তী ক্ষেত্র" হিসাবে অভিহিত করা হয়, সেখানে তাদের অংশগ্রহণ শতকরা ৯০ ভাগের মতো। পৃথিবীর বহু প্রান্তে মহিলারাই খোলাওয়ালা জলজপ্রাণী এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদাদি তীর থেকে সংগ্রহ করে বা চাষ করে। বিশেষত স্থলভাগের অথবা তীরবর্তী জলে মাছ-ধরার কার্যকলাপে তারা তুলনামূলক কম পরিমাণে অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে, পুরুষরা যখন প্রায়শই মাছ-ধরার কাজে বেরিয়ে যায়, তখন মৎস্যজীবীদের ঘর-গেরস্থালি এবং তাদের সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটা মহিলাদেরই পালন করতে হয়। মহিলাদের কাজ অবশ্য কম মজুরিতে বা বিনা মজুরিতে করানোর প্রবণতাই বেশি।

সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র সামজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের জীবনযাপনের উপায়।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের বৈচিত্র্য ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রকে ঘিরে চলে এক বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যকলাপ। এটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সুতরাং, এর কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞায় পৌঁছোনো অসুবিধাজনক; তবে, অভিন্ন বৈশিষ্ট্যর ওপর ভিত্তি করে খুবই সাধারণিকৃত সংজ্ঞায় পৌঁছোনো যেতে পারে। এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পড়ে:

- জীবনযাপনের উপায় হিসাবে প্রধানত এটা একটা গৃহস্থালি উদ্যোগ, যেখানে মহিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- সরাসরি মানুষের খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য মাছ ধরা। পশুখাদ্য, তেল, সার এবং অন্যান্য খাদ্য-বহির্ভূত ব্যবহারের জন্য মাছ-ধরাকে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।
- তুলনামূলকভাবে কম নৈপুণ্য এবং কম পরিমাণে মাছ-ধরার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে "নিষ্ক্রিয়" কায়দাকানুন এবং সরঞ্জাম মেরামতের যন্ত্র-বহির্ভূত উপায়াদি প্রয়োগ করা হয়; তুলনামূলক কম পুঁজি বিনিয়োগ, শক্তির কম ব্যবহার, এবং পরিবেশের ওপর কম ক্ষতিকর প্রভাবও এর বৈশিষ্ট্য।
- কী মরশুমি বিচারে, কী ভৌগোলিক বিচারে মাছ-ধরার বিষয়টা যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় এবং তা প্রযুক্তির থেকে দক্ষতার ওপর বেশি নির্ভরশীল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করা হয়, তার ওপরই তা বেশি নির্ভরশীল। এই দক্ষতা ও জ্ঞান অল্প বয়স থেকেই শিখতে হয় এবং তা স্থানীয় পরিবেশ-বিষয়ক ও আবহাওয়া-সংক্রান্ত জ্ঞানগম্যির ওপর নির্ভরশীল।
- তীরের কাছাকাছি জায়গায় মাছ-ধরার কাজ চালানো হয় এবং তা কম সময় (২৪ ঘণ্টার কম) ধরে চলে। লক্ষ্যণীয় ব্যতিক্রম ঘটে যখন মাছ-ধরার কাজটা কয়েকদিন ধরে চলে, যেখানে মৎস্যযান জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে প্রতিবেশী দেশের এবং আন্তর্জাতিক জলপথে প্রবেশ করে।
- পারিশ্রমিকটা নির্দিষ্ট মজুরির পরিবর্তে মাছের সংগ্রহের ভাগ-বন্দোবস্তের চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই "ভাগ-বন্দোবস্ত" মাছ-ধরার আগে ও পরের কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এবং তা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, বিধবা এবং অনাথদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রথাসিদ্ধ সামাজিক নিরাপত্তাও প্রদান করতে পারে।
- মৎস্যক্ষেত্রের অধিকার প্রায়শই প্রথাসিদ্ধ নিয়মরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কে, কোথায়, কখন এবং কোন ধরনের সরঞ্জাম দিয়ে মাছ ধরতে পারবে, তা ওই নিয়মরীতি দ্বারাই পরিচালিত।

- সংগৃহীত মাছের বেচা-কেনা এবং প্রক্রিয়াকরণ স্থানীয়ভাবে করা হয়, আর তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্রামীণ উপভোক্তাদের সুলভে খাদ্য সরবরাহ করে। এইভাবে তা স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এখন অবশ্য সংগৃহীত মাছ দূরবর্তী স্থানে এবং রপ্তানির বাজারেও পাঠানো হয়, যেখানে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাছের সজীবতা ও গুণমান ভোক্তাদের আকর্ষণ করে।
- মাছ-ধরার আগের ও পরের কার্যাবলির ক্ষেত্রে, বিশেষত বেচা-কেনা এবং প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রায়শই মহিলারা অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করেন।
- মৎস্যজীবীরা মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর আর্থিকভাবে যথেষ্ট নির্ভরশীল। এরাই সংগৃহীত মাছ কিনে নেয় এবং মাছ-ধরা ও গৃহস্থালির নানা প্রয়োজনে এরাই ঋণ দেয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা এই নির্ভরতাকে কাজে লাগায় ধীবরদের শোষণ করতে; এরা খুব কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংগৃহীত মাছের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার দাবি করে। মোটর-চালিত যান এবং নৈপুণ্য এবং মাছ-ধরার সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ার ফলে বেশি পুঁজি বিনিয়োগের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে।
- মৎস্যকেন্দ্রিক কার্যকলাপ (মাছ-ধরা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বেচাকেনা) আংশিক সময়ের এবং মরশুমি হতে পারে এবং তা চাষাবাদ, ব্যবসাবাণিজ্য এবং অন্যান্য পেশার পাশাপাশি চলতে পারে।
- সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং মৎস্যকেন্দ্রিক রসদ ও কাজকর্মের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল।
- এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অনেকেই দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন জায়গায় বাস করে, যেখানে উপরিকাঠামো এবং পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল এবং তারা প্রায়শই প্রবল দারিদ্র্যপীড়িত।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র দারিদ্র্য উপশম এবং খাদ্য নিরাপত্তার দ্বৈত এবং পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত লক্ষ পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দুটি লক্ষ পূরণে বৃহদায়তন, বেশি নিবিড় আধা-শিল্পীয় (অর্থাৎ, আংশিক যন্ত্রনির্ভর) এবং শিল্পীয় (অর্থাৎ, যন্ত্রনির্ভর) মৎস্যক্ষেত্রসমূহের থেকে তা বেশি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রগুলি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, তার কয়েকটি কারণ:

খাদ্য নিরাপত্তা

মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টির পক্ষে মাছ একটা অপরিহার্য রসদ হিসাবে কাজ করে। ৩০০ কোটি মানুষের (সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ) জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ-প্রোটিনের অন্তত শতকরা ২০ ভাগ মাছ থেকেই আসে। এটি ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের (যা প্রধান প্রধান খাদ্য থেকে পাওয়া যায় না) অপরিহার্য উৎস। দূরবর্তী এলাকায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ে যে সমস্ত মানুষজন বাস করেন, স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য উৎপাদন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ এবং সুলভ খাদ্যের যোগান দেয়। ছোটো শিশু এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের পুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে এই মাছের অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র প্রায়শই সেই সমস্ত এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করে, যেখানে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। এই মাছ-ধরা 'উত্তর-ধারা'য় (অর্থাৎ মাছ-ধরার পরবর্তী কার্যকলাপে যেমন প্রক্রিয়াকরণ, বাণিজ্য, পরিবহণ এবং বেচাকেনায়) এবং 'পূর্ব-ধারা'য় (অর্থাৎ, সরঞ্জাম তৈরি ও মেরামতি, মৎস্যযান নির্মাণ, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি সহযোগী কার্যকলাপে) কর্মসংস্থান তৈরি করে। মাছ-ধরার প্রতিটি কাজের ফলে তীর এলাকায় ৪ থেকে ৬টি কাজ তৈরি হয়। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র-কেন্দ্রিক কার্যাবলি মৎস্য উৎস থেকে প্রাপ্ত লাভকে শিল্পীয় মৎস্যক্ষেত্রের তুলনায় বেশি যথাযথ এবং ছড়ানো ভাবে বণ্টন করতে পারে। যখন অন্যান্য কাজকর্ম করা সম্ভব হয় না, তেমন বহু পরিস্থিতিতে এই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি করে একটা গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করে। দুর্ভিক্ষ, খরা, যুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মনুষ্য-প্রণোদিত বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রসমূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারফত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এবং রাখে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে সংগৃহীত মাছের প্রতি উন্নত বিশ্বের ভোক্তাদের পছন্দের অগ্রাধিকার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রসমূহকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাজার প্রদান করেছে। অবশ্য স্বাস্থ্যমান সুরক্ষার ক্রমবর্ধমান কড়াকড়ি এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন শর্তাবলি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উৎপাদিত মৎস্যের বাজারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। পাশাপাশি একদিকে রপ্তানি বাজারে সরবরাহ এবং অপরদিকে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তার চাহিদা মেটানোর বিরোধকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করার কথাও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

জ্ঞানের ভাণ্ডার

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র, মাছেদের চালচলন, আবহাওয়া এবং সমুদ্র-সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট সঞ্চয় আছে, যা তারা দীর্ঘ সময় ধরে অর্জন করেছে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় হস্তান্তর করেছে। এই জ্ঞান প্রায়শই কথন, প্রবাদ, গানের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা আছে এবং কখনও কখনও চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা প্রদর্শিত হয়। মাছ-ধরার নানা কারিগরি উদ্ভাবন এবং সরঞ্জামের নক্সা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই স্থানীয় জ্ঞান কাজে লাগানো হয়। এটা প্রমাণিত যে, দুর্ঘটনা এবং জীবনহানি কমাতে, বিশেষত সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এবং সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে এই জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

মাছ-ধরা এবং সমুদ্রাভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবনযাপন হয়ে ওঠে; আর এর মধ্যেই রয়েছে অভিযানের রোমাঞ্চ, স্বাধীনতার স্বাদ এবং সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, খেলাধূলা এবং ভোজনবিদ্যায় সমৃদ্ধ একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরক্ষিত ও পুনরুৎপাদিত হয়, যা ওই সমস্ত সম্প্রদায়কে একটা পরিচিতি ও সংহতি প্রদান করে। মাছ-ধরার সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মৎস্যকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রতি মর্যাদা গঠনে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রণোদনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বহু আদি এবং স্থানীয় মৎস্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসে স্থলভাগ ও সমুদ্রভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, অবিভাজিত একটি ব্যবস্থা এবং এই বোধটা মৎস্যক্ষেত্রের প্রতি একটা বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে যথার্থভাবে সাহায্য করতে পারে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে জমি ও জলে তাদের সহজগম্যতা নিশ্চিত করা এবং তার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা তাদের চিরাচরিত জ্ঞান, নিয়মবিধির প্রথাসিদ্ধ রীতিনীতি এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষা ও উন্নয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র কী কী সমস্যার সম্মুখীন?

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের জীবনযাপন ও কাজের অবস্থা প্রায়শই নড়বড়ে এবং অসন্তোষজনক। তার নিম্নলিখিত কারণ রয়েছে:

- ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীরা প্রায়শই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধাপে একেবারে নীচের দিকে থাকে এবং তার ফলে শোষণের সহজ শিকার হয়।

- শ্রমের অপর্যাপ্ত প্রতিদান, বাজারে সুগম্যতার অভাব এবং মহাজনদের শোষণ — যেখানে ঋণকে ব্যবহার করা হয় সমস্ত মাছ-সংগ্রহের ওপর থাবা বসাতে এবং তার দাম কমিয়ে রাখতে আর তার মধ্য দিয়ে তাদের ঋণচক্রে আটকে রাখতে।

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক পরিষেবার সুযোগের ঘাটতি।

- দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো (যেমন, কার্যকর সমবায় সমিতি এবং ইউনিয়নের অভাব)।

- অনিশ্চিত স্বত্বাধিকার/যে সমস্ত জমি চিরাচরিতভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং পেশাগত অন্যান্য উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সেই সব জমির ওপর অধিকারের হানি।

- অনিশ্চিত অধিকার/শিল্পীয় নৌযানের প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য কার্যাবলির (বৃহৎ আবাসন নির্মাণ, জলে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বংশবিস্তারের প্রয়াস, পর্যটন, শক্তি উৎপাদন, পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশণ, খনিজ পদার্থ নিষ্কাশণ প্রভৃতি) ফলে স্থলভাগে, সমুদ্র উপকূলে এবং সমুদ্র এলাকায় মৎস্যকেন্দ্রিক সম্পদের ওপর অধিকারের হানি। এসবের ফলে মৎস্যজীবীরা তাদের মৎস্যক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে। সুযোগসুবিধার অধিকারের বেসরকারিকরণ এবং মৎস্যকেন্দ্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে বাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাম্প্রতিক প্রবণতা একই ক্ষতিকর ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে। জমি অধিগ্রহণ হলে কৃষকের ওপর যে প্রভাব পড়ে, এই ধরনের "সম্পদ অধিগ্রহণ"-এর প্রভাব মৎস্যজীবীদের ওপর সেরকমই।

- সংরক্ষণের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা সামুদ্রিক উদ্যান ও সংরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে — তাও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রগুলিকে বঞ্চিত করছে।

- দূষণ এবং স্বাভাবিক বসবাসের ক্ষতিসাধন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের কি টিকে থাকার সামর্থ্য আছে?

সাধারণভাবে বলা যায় — অন্যান্য নানা ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃতভাবে পরিবেশের পক্ষে কম ক্ষতিকর, শক্তির কম ব্যবহার, মাছ-ধরার সরঞ্জাম ব্যবহারে পছন্দের সুযোগ এবং কম পরিমাণে মাছ ধরার কারণে শিল্পীয় (বৃহদায়তন যন্ত্রনির্ভর) মৎস্যক্ষেত্রের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের টিকে থাকার সামর্থ্য বেশি। অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের কয়েকটি দিক চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে পড়ে:

- বিষ, বিস্ফোরক এবং সূক্ষ্ম-বুনুনি-বিশিষ্ট জালের ব্যবহার সহ মাছ-ধরার নানা ধ্বংসাত্মক রীতি।

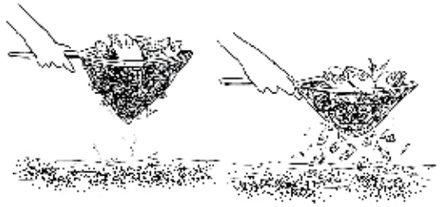

- শক্তিনিবিড় এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, যা ক্ষুদ্রায়তন ও শিল্পীয় মৎস্যক্ষেত্রের পার্থক্যকে ঝাপসা করে দিচ্ছে (যেমন খুদে-ট্রলার এবং মাছ-ধরার বেড়াজাল-এর ব্যবহার)।

এই উপক্ষেত্রটি নিজের ভেতর থেকে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তাকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এটাকে যদি অবহেলা করা হয়, তার বাস্তব মানে দাঁড়াবে, এই ক্ষেত্রটি তার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিকে অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য উপশম এবং টিকে থাকার সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে হারাবে। যদি বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে আসা সমস্যাসমূহকে এই উপক্ষেত্রটি যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারে, তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র মৎস্যকেন্দ্রিক কার্যকলাপকে বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে টেকসই আদর্শের স্তরে উন্নীত করতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে **টেকসইযোগ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র অর্জনের লক্ষে আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা** (International Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries) প্রণয়ণে ফাও (FAO) সূচিত প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়ে এই নির্দেশিকা আলোচ্য ক্ষেত্রের উদ্ভূত সমস্যাসমূহকে মোকাবিলা করার এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সম্প্রসারিত করার, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রচেষ্টায় তা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তাকে প্রসারিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। এই নির্দেশিকা গ্রহণ ও তার রূপায়ণ বিশেষভাবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রর ভবিষ্যতকে এবং সাধারণভাবে টেকসইযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে।